বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

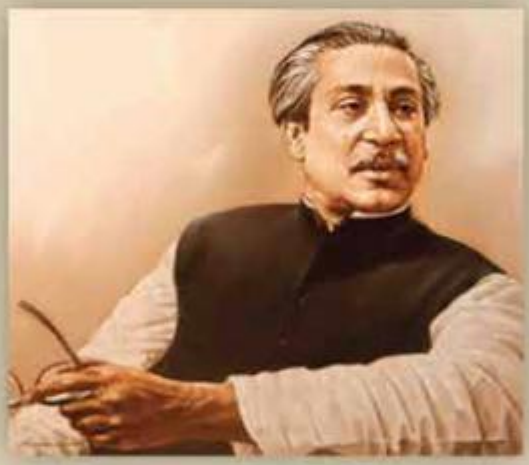

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।"

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"২০২১ সালে আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই যেখানে দুর্নীতি, দুঃশাসন ও অশিক্ষার অন্ধকার থাকবেনা ।"

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশনার উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। কোন জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির পূর্বশর্ত শিক্ষা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রণীত রূপকল্প ২০২১ এর মধ্যে মধ্যম আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৩০ এর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ এর মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ-শান্তিময় বাংলাদেশ, ২১০০ সালের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সফল অংশীদার হবার জন্য দক্ষ, প্রযুক্তি নির্ভর এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়-উদ্বুদ্ধ মানবিক গুনাবলী সম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান সরকার।

দেশের সব পর্যায়ে শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর সুযোগ কাজে লাগাতে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন, দেশে-বিদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাসহ সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নকে গতিশীল ও স্থায়ী করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হতে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে দেশের যে সকল উপজেলায় কোন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ নেই সে সকল উপজেলায় একটি করে বিদ্যালয় এবং একটি কলেজ সরকারিকরণের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ০৪টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ০৩টি বেসরকারি কলেজকে সরকারিকরণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৫শ নির্বাচিত বেসরকারি কলেজে অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২শ ৯টিসহ মোট ১হাজার ২শ ১৮টি কলেজে ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২শ ৮২টি কলেজের ভবন নির্মাণকাজ চলমান। এ প্রকল্পের আওতায় ১শ ৬৫টি কলেজসহ মোট ৯শ ৯০টি কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ৩৬টি প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কাজ শতভাগ এবং অবশিষ্ট ৩৪টির ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪ তলা ভবন বিশিষ্ট ১৯৮টি কলেজ নির্মাণসহ ৩৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৬৭৭৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে যা জুন ২০২৩ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে। এছাড়া, ২৩২টি কলেজের নির্মাণ কাজ চলমান আছে যা জুন ২০২৩ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে। ২০২০ সালে ৩,৭০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ৪,৩২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত কাজ চলমান আছে যা জুন ২০২১ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে। ছাত্রীদের জন্য ৩,০১৯টি ভবন সংলগ্ন টয়লেট এবং বিশেষ

চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য ৭৩৪টি র‍্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সর্বমোট ১ হাজার ৬ শত ৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৯ সালে সিলেট অঞ্চলে ৬শ ২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মিডডে-মিল কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষা ধারায় বৃত্তিমূলক কোর্স ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক কোর্স চালুকরণসহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২ জন করে ট্রেড ইন্সট্রাক্টর ও ২ জন করে ল্যাব এ্যাসিসট্যান্ট নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে বিরাজমান করোনা সংকটকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন যেন বিঘ্নিত না হয় সেদিক লক্ষ্য রেখে মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে প্রতিদিন ৪ ঘন্টা করে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শিরোনামে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের ক্লাস ভিডিও ধারণ করে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে শ্রেণি ভিত্তিক রুটিন অনুসারে সম্প্রচার করা হচ্ছে। ২০৪৯৯টি স্কুলের মধ্যে ১৫,৬৭৬টি এবং ৪২৩৮টি কলেজের মধ্যে ৭০০টি কলেজে অনলাইন ক্লাস চালু করা হয়েছে। ৪২টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৯২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে বিলম্বে হলেও বিশেষ ব্যবস্থাপনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৩১/০৫/২০২০ তারিখে অনলাইনে ২০২০ সালের এসএসসি/সমমান পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেন।

সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে এসডিজি ২০৩০ অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠন। শিক্ষার গুণগত মান এবং এসডিজি-৪ অর্জনের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ এবং নারী পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৭ লক্ষ ৯২ হাজার ৩১৩ জন শিক্ষার্থীকে ১,২৫৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৬০ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় স্নাতক ও সমমান শ্রেণির দরিদ্র ও মেধাবী ২ লক্ষ ১০ হাজার ৪৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মোবাইল ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ১১০ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯২ হাজার ৩৪০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষা পর্যায়েবাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম ভেটেরেনারি এন্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন এন্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বেসরকারিখাতে মাইক্রোল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এ সকল উদ্যোগের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক ও বৈষম্যহীন আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠন এবং সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশে তথ্য সংকলন, সম্পাদনা ও অন্যান্য কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(ডা. দীপু মনি, এম.পি.)

উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কিত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। দেশজ ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় অনুধাবন করেছি যে প্রথাগত পদ্ধতি ও গতানুগতিক ধারায় শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। আমাদের লক্ষ্য-নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতা দিয়ে গড়ে তোলা। বিশ্বায়ন ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী সুশিক্ষিত, আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে তরুণ প্রজন্মকে তৈরি হতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণতকরণ তথা দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং জনগণ এর সুফলও ভোগ করতে শুরু করেছে।

সার্বিক উন্নয়ন বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও এসব দ্রুত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সারাদেশের সকল শিশুকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসা, ঝরেপড়া কমানো এবং নারী শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টসহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তি প্রদানসহ প্রণোদনামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জেন্ডারসমতা অর্জন ও ঝরেপড়া হ্রাস পেয়েছে। নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ হাজার ২৫৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৬০ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সর্বমোট ১ হাজার ৬ শত ৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৮ হাজার ৪ শত ৯২ টি নন-এমপিও স্কুল-কলেজের ১ লক্ষ ৫ হাজার ৭ শত ৮৫ জন শিক্ষক কর্মচারীকে ৪৬ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহায়তা তহবিল হতে প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ হাজার ৩ শত ৫১ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ৫১৭ কোটি ৩৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা অবসর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং ৫ হাজার ৪ শত ৪৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীর কল্যাণ ভাতার আবেদন নিষ্পত্তি করে ২১৮ কোটি ৬৩ লক্ষ ৮ হাজার ১৩৫ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

এসডিজি-৪, ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন সামনে রেখে শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং রূপরেখা প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গবেষণা নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষে 'Bangladesh Research and Education Network (BdREN)' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে BdREN কার্যক্রম চালু আছে।

'Trans-Eurasia Information Network (TEIN)'-এর মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিক্ষা ও গবেষণা নেটওয়ার্কের সঙ্গে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক প্রযুক্তির সহযোগিতায় ক্যাম্পাস নেটওয়ার্কিং এবং ভার্চুয়াল ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে এবং চেয়ারম্যান ও তিন জন সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ৭২ কোটি টাকা ফেলোশিপ প্রদান এবং বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা হয়েছে। অধিকন্তু, শিক্ষার মানোন্নয়নে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।

পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.)

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'শিক্ষা নিয়ে গড়বো দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' এ প্রত্যয়কে সামনে নিয়ে দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। যুগোপযোগী শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, গবেষণা, লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সহশিক্ষাপাঠ্যক্রম কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করা সম্ভব। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে আনন্দের সাথে জ্ঞান অর্জন, দক্ষতা অর্জন এবং শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সৃজনশীল নেতৃত্বে শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এর আলোকে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। একটি দারিদ্র মুক্ত সুখী সমৃদ্ধ জাতি তথা সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্য পূরণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিবছরের ন্যায় ২০২০ সালের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি তারিখে সারাদেশে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল), এসএসসি (ভোকেশনাল) ও কারিগরি স্তরের সর্বমোট ৪ কোটি ২৭ লক্ষ ৫২ হাজার ১৯৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৯৭ কপি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২০ শিক্ষাবর্ষেও দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯ হাজার ৫০৪ কপি ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে আমরা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সমতা, সকল স্তরে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরেপড়া হ্রাস, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়েছি। এ ছাড়াও মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। যুগোপযোগী বিষয়ে গবেষণা ও সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তিসহ বিশেষ প্রণোদনা, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, অনলাইনে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ডায়নামিক ওয়েবসাইট নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য আপলোড করা হচ্ছে। তা ছাড়া, কর্মসংস্থান বিবেচনায় কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।সাধারণ শিক্ষা ধারায় ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক কোর্স চালুকরণসহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২ জন করে ট্রেড ইন্সট্রাক্টর ও ২ জন করে ল্যাব এ্যাসিসট্যান্ট নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তি সমন্বয়ের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১২ সালের ২০ মে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম উদ্বোধন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে ইতোমধ্যে ২০ হাজার ৫০০টি স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে

১৬৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এম.পি.ও. ভুক্ত করা হয়েছে এবং উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০ হাজার ৫৫ জন শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন-ভাতা, অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারী করোনা সংকটকালীন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রাখার লক্ষ্যে ২০৪৯৯টি স্কুলের মধ্যে ১৫,৬৭৬টি এবং ৪২৩৮টি কলেজের মধ্যে ৭০০টি কলেজে অনলাইন ক্লাস চালু করাসহ ৪২টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৯২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ক্লাস নেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ-এ বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রতিবেদন সামগ্রিক কর্মসম্পাদনের একটি দালিলিক তথ্যচিত্র। এর মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট সরকারের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, উন্নয়ন ও সক্ষমতাকে প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(মোঃ মাহবুব হোসেন)

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'সম্পাদকীয়

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বাৎসরিক সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রতিচ্ছবি। এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের এক চিলতে পরশভূমি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশের মাধ্যমে এর কর্মপরিধি, কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

এ উদ্যোগের সাথে যুক্ত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি, মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাভূক্ত দপ্তর/সংস্থার কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। সামগ্রিক কর্মকান্ডের বিশাল পরিধি হতে উল্লেখ্যযোগ্য অংশের সমন্বয় একটি অতীব কঠিন কাজ। তথাপি প্রতিবেদনে যাতে সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠে সেই বিষয়ে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, এ প্রতিবেদনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত ২০১৯-২০ এর কর্মকান্ড এপিএ এর প্রমাপ অর্জনসহ সামগ্রিক প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটবে।

পরিশেষে প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত তাঁদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ হাসানুল ইসলাম এনডিসি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

উপদেষ্টা
ডা. দীপু মনি, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি
মাননীয় উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নির্দেশনায়
জনাব মাহবুব হোসেন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ
জনাব মোঃ হাসানুল ইসলাম এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মোঃ রাহেদ হোসেন, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাই, পিএএ, উপসচিব(সংসদ শাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মোহাম্মদ রবিউল ফয়সাল, উপসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মোঃ শাহীন সিরাজ, উপপরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
জনাব কাজী ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ, চীফ, ডি.এল.পি, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
জনাব স্বপন কুমার নাথ, উপপরিচালক (গবেষণা ও তথ্যায়ন), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
ড. মুহাম্মদ মনিরুল হক, বিশেষজ্ঞ (প্রাথমিক), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
জনাব কামরুন নাহার, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
জনাব মোঃ মোখলেস-উর-রহমান, উর্দ্ধতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সহযোগিতায়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা

সার্বিক সহযোগিতায়
জনাব মোঃ জহির খান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সংসদ শাখা)
জনাব মিঠুন কুমার মজুমদার, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (সংসদ শাখা)

প্রকাশনায়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ওয়েবসাইটঃ www.shed.gov.bd

মুদ্রণে
পিপলস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায় (শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত)	১৬-২১
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি	১৭
সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১৮
সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৮
শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য	১৮-১৯
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	২০
রূপকল্প (Vision)	২০
অভিলক্ষ্য (Mission)	২০
কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)	২০
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	২০
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	২০
কার্যাবলি (Functions)	২১
দ্বিতীয় অধ্যায় (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০)	২২-৮৭
সাধারণ কার্যক্রম	২৩-২৭
পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ	২৮
ভর্তি কার্যক্রম	২৮
পদোন্নতি, নিয়োগ ও পদ সৃজন	২৯
শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য রূপরেখা তৈরি	২৯
অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	৩০
বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত	৩০
মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন	৩১-৩৫
শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৩৬-৪১
করোনাকালে গৃহিত কার্যক্রম	৪২-৪৩
করোনা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা পরিবারের উদ্যোগ	৪৪
বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ	৪৫-৪৬
বৃত্তি, উপবৃত্তি ও প্রণোদনা	৪৭-৫০
প্রশিক্ষণ	৫১-৫৬
গবেষণা	৫৬-৫৭
প্রকাশনা	৫৮-৫৯
প্রকল্পের তথ্য	৬০-৬২
অবকাঠামোগত উন্নয়ন	৬২-৭১
শিক্ষায় উদ্ভাবন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	৭২
সভা, সেমিনার ও কর্মশালা	৭৩-৭৯
আইন, বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন	৭৯-৮২
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	৮৩
অন্যান্য	৮৩-৮৭

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি

শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প হলো "সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা"। আর এ লক্ষ্য অর্জনে মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে মার্চ মাসে শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে দ্রুত এর পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে এর পুন: নামকরণ করা হয় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। কিন্তু ইতোমধ্যে এর বিস্তৃতি আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে এটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ২টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি "মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ" এবং অপরটি "কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ"।

ছবিঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর পরবর্তী কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যতীত সকল ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগ মাধ্যমিক স্তর হতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত নীতি নির্ধারণী ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ ছাড়াও শিক্ষা বিষয়ক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করে থাকে। এ বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহ প্রাথমিক স্তর পরবর্তী স্বীকৃত সকল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। বর্তমানে প্রাথমিক স্তর পরবর্তী ২৫,২২৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ এবং ৪৮টি পাবলিক ও ১০৭টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু রয়েছে।

সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষার প্রসার;
- চাহিদা মাফিক ও কর্মের যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা;
- পাঠ্যক্রম-এর আধুনিকায়ন;
- সকল স্তরে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন;
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার;
- সকল স্তরে শিক্ষকদের কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ;
- বেকারত্ব দূরীকরণ এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন;
- জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ (লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা) এবং
- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন।

শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য:

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্ববোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলি যেমন: ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদির বিকাশ ঘটানো।
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।
- দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।
- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা করা।

- জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-বৈষম্য ও নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্যও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
- বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।
- গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।
- মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তা-শক্তি, কল্পনা শক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিস্তরের মানসম্পন্ন প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- বিশ্বপরিমন্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।
- জ্ঞানভিত্তিক, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা গড়ে তোলা
- দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।
- সব ধরনের বিশেষ চাহিদা সম্পন্নের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

১. সকল ছেলে ও মেয়ের জন্য বিনা খরচে ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা;

২. সকল নারী ও পুরুষের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা;

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং প্রতিবন্ধি ও ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠিসহ ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;

৪. কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা;

৫. শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;

২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;

৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা।

কার্যাবলি (Functions):

১. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;

২. মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৩. নতুন শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও সম্প্রসারণে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪. শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন;

৫. বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স তৈরি;

৬. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ;

৭. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগ;

৮. মেধাবৃত্তিসহ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান;

৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সংযোগ, মাল্টিমিডিয়া বই, শ্রেণি কক্ষে পাঠদানে আই.সি.টি'র ব্যবহার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আই.সি.টি'র বাস্তব প্রয়োগ;

১০. বিদ্যমান আইন সংশোধনসহ নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন;

১১. শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০

সাধারণ কার্যক্রম

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে ১৮টি বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের লক্ষ্যে পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

(২) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮' অনুযায়ী ১৬৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির মাধ্যমে ৮৩৬০ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে ১৫৮ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে;

(৩) এমপিওভুক্ত প্রায় ১৯ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ)-এর প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিও বাবদ ৯ হাজার ৬শত ১১ কোটি ৪৪ লক্ষ ১৮ হাজার ২শত ৫১ টাকা অনলাইনে প্রদান করা হয়েছে;

(৪) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যাচাই-বাছাই করে ০৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ১৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদান, ১১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদান, ১৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদান, ০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে একাডেমিক স্বীকৃতি, ০৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পর্যায়ে একাডেমিক স্বীকৃতি ও ০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

(৫) Secondary Education Sector Investment Program (SESIP) -এর আওতায় ৯ হাজার ৯শত ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম এবং ২০ হাজার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে;

(৬) SESIP-এর আওতায় ৬শত ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২০ সাল থেকে ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ৮টি অঞ্চলে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে;

(৭) মাধ্যমিক শিক্ষায় গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে SESIP-এর আওতায় শিক্ষার্থীদের পাঠসংশ্লিষ্ট জ্ঞানের সাথে সামাজিক ও আবেগীয় দক্ষতা বিষয়ে পাঠদান ও মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর পাইলটিং করা হয়েছে;

(৮) ২০১৯ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শ্রেণি উপযোগী বিষয় ভিত্তিক শিখন যোগ্যতা পরিমাপ এবং ফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা চিহ্নিত করতে National Assessment of Secondary Students (NASS) সম্পন্ন হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ৬৪টি জেলার ৮৬টি উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরের ১ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে ৯০ হাজার শিক্ষার্থীর কৃতি-অভীক্ষা মূল্যায়ন করা হয়েছে;

(৯) বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর মাধ্যমে ৬শত ৭৬ জন শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে;

(১০) বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের অধ্যাপক পর্যায়ের চতুর্থ গ্রেডের ৯৫টি পদ তৃতীয় গ্রেডে আপগ্রেডেশনের অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়াও দ্বিতীয় গ্রেডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক-এর ৩টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি প্রদান করেছে। পদসৃষ্টির এ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

(১১) সরকারি কলেজেসমূহে প্রভাষক থেকে অধ্যাপক পর্যায় পর্যন্ত ১২ হাজার ৫শত ১৯টি নতুন পদ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(১২) সরকারিকৃত ৩শত ৫টি কলেজের ১৮ হাজার ৪শত ১ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে আত্তীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই করা হয়েছে;

(১৩) সরকারি কলেজেসমূহের প্রভাষক পর্যায়ের মোট ৬শত ২২টি পদ স্থায়ী করা হয়েছে;

(১৪) সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে অনলাইনে বদলির আবেদনের সময় পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে;

(১৫) সরকারি স্কুলে শিক্ষক শূন্যতা পূরণ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে ১ হাজার ৯শত ৯৯টি সহকারী শিক্ষক পদে শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(১৬) ২০১৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সিলেট অঞ্চলের আয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ৬শত ২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মিডডে-মিল কর্মসূচি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি.;

(১৭) বর্তমান সরকারের আমলে ৩শত ৬৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মঙ্গলচন্ডী নিশিকান্ত মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, ওসমানি নগর, সিলেট; বিশ্বেশ্বরী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ; মোল্লারটেক উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণখান, ঢাকা এবং প্রগতি উচ্চ বিদ্যালয়, পল্লবী, ঢাকাসহ জাতীয়কৃত ২৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এডহক ভিত্তিতে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে;

(১৮) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫ হাজার ২শত ৮৪ জন শিক্ষকের পদোন্নতি ও পদায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

(১৯) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম ভেটেরেনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

(২০) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন এন্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে;

(২১) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে মাইক্রোল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে;

(২২) বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড-এর মাধ্যমে ১৯ হাজার ৩শত ৮ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীকে ১ হাজার ৬২ কোটি ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫শত ২৩ টাকা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা, অসুস্থ, প্রয়াত ও কন্যাদায়গ্রস্ত ১ হাজার ৪শত ৩০ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে ১শত ৬৮ কোটি ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮শত ৩৬ টাকা প্রদান করা হয়;

(২৩) বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে ৮ হাজার ৭শত ৮২ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীকে ৩শত ৫৩ কোটি ৪৭ লক্ষ ১০ হাজার ১শত টাকা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা, অসুস্থ, প্রয়াত ও কন্যাদায়গ্রস্ত ২ হাজার ৫শত ৫৮ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে ১শত ৩৫ কোটি ৯৯ লক্ষ ২৯ হাজার ১শত ৩০ টাকা প্রদান করা হয়;

(২৪) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১ হাজার ৭শত ৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিধি বর্হিভূতভাবে উত্তোলিত ৩৭ কোটি ৫১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩শত টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দিতে সুপারিশ করা হয়েছে;

(২৫) শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেএসসিতে ৩টি ও এসএসসিতে ২টি বিষয় ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Continuous Assessment)-এর আওতায় আনা হয়েছে;

(২৬) শিক্ষাবোর্ড ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সতর্কতার সাথে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরিমার্জন ও মুদ্রণে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(২৭) কঠোর নিরাপত্তা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিশেষ নিরাপত্তাখামে প্যাকেটজাত ও সময়মত পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

(২৮) বন্যাদুর্গত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের অস্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তুতপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দুর্যোগকালে বন্যাদুর্গত এলাকায় সকল পর্যায়ের দপ্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মকর্তাগণ স্থানীয় প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে ত্রাণ বিতরণ ও উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছেন;

(২৯) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রেণি কক্ষসহ প্রতিটি আবাসিক হল ও ক্যাম্পাসে সার্বক্ষণিক মনিটরিং-এর মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এছাড়াও র‍্যাগিং ও মাদক বিরোধী প্রচার অব্যাহত রাখা হয়েছে;

(৩০) জাতীয় পর্যায়ে ৪৮তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতায় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি স্তরের ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চ্যাম্পিয়ন এবং ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে ৫শত ২৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ২০১৯ সালের ২৬-৩০ সেপ্টেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সিলেট-এর ব্যবস্থাপনায় সিলেটে স্টেডিয়ামে এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত ৪৮তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একাংশ

(৩১) জাতীয় পর্যায়ে ৪৯তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চ্যাম্পিয়ন ও ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে ৮শ ৮জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ২০২০ সালের ১৭-২২ জানুয়ারি এ প্রতিযোগিতা কুমিলাস্থ শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম. পি এবং জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪৯তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক

পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ:

(১) এসএসসি ২০২০: করোনার কারণে অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ২০২০ সালের এসএসসি/সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৩১/০৫/২০২০ তারিখে অনলাইনে এ ফলাফল ঘোষণা করেছেন;

(২) জেএসসি ২০২০: করোনা বাস্তবতা বিবেচনা করে ২০২০ সালের জেএসসি/সমমানের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে এবং স্ব স্বশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

(৩) এইচএসসি ২০২০: গত ০১ এপ্রিল ২০২০ থেকে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষা শুরু হওয়া ধার্য ছিল যা করোনার কারণে স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় এ পরীক্ষা গ্রহণ না করে পরীক্ষার্থীদের জেএসসি ও এসএসসি-ও ফলাফলের ভিত্তিতে এইচএসসি ২০২০ ফলাফল প্রস্তুত ও প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

(৪) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ভর্তি কার্যক্রম:

(১) মাধ্যমিক পর্যায়ে ১ম থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত লটারির মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(২) করোনা বাস্তবতায় একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে;

(৩) এইচএসসি/সমমান পরীক্ষা ২০২০ এর ফলাফল প্রকাশ পরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সমন্বিত বা গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পদোন্নতি, নিয়োগ ও পদ সৃজন:

(১) সরকারি কলেজসমূহের বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সহযোগী অধ্যাপক হতে ৬০৯ জনকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি ও পদায়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(২) সরকারি কলেজসমূহের বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সহযোগী অধ্যাপক হতে ৬০৯ জনকে অধ্যাপক পদে এবং সহকারী অধ্যাপক হতে ১০৯৬ জন কে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;

(৩) পিএসসি-এর মাধ্যমে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২১৫৫ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে;

(৪) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৫২০০ সিনিয়র শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য রূপরেখা তৈরি:

✦ জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ পরিমার্জনপূর্বক যোগ্যতাভিত্তিক নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ রূপরেখার ভিত্তিতে ২০২২ সাল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি হতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিকে নতুন শিক্ষা কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। মাধ্যমিক স্তরে ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং ইতিহাস বিষয়ের ১৩টি পাঠ্যপুস্তকের ইতিহাস বিকৃতি পরিমার্জন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবনকর্ম ও স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস সন্নিবেশ করা হয়েছে।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি:

- অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ৭৪৯ টি অডিট আপত্তির ব্রডসীট জবাব এ বিভাগের মতামতসহ সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, এমপিওভুক্ত ১০৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর হতে ৪১৭ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত:

২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য-

অর্থবছর	জাতীয় বাজেট	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দ	জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের হার	জিডিপির হার
২০১৯-২০২০ (সংশোধিত বাজেট)	৫,২৩,১৯০,০০,০০ (পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার একশত নব্বই কোটি) টাকা	২৮,৪০১,২৭,০০ (৫.৪৩%) (আটাশ হাজার চারশত এক কোটি সাতাশ লক্ষ) টাকা	৭,৩০৭,২৪,৯১ (১.৪০%) (সাত হাজার তিনশত সাত কোটি চব্বিশ লক্ষ একানব্বই হাজার) টাকা	৩৫,৭০৮,৫১,৯১ (পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশত আট কোটি একান্ন লক্ষ একানব্বই হাজার) টাকা	৬.৮৩%	১.২৪%
২০২০-২০২১ (বাজেট)	৫,৬৮,০০০,০০,০০ (পাঁচ লক্ষ আটষট্টি হাজার কোটি টাকা)	৩৩,১১৯,৭০,০০ (৫.৮৩%) (তেত্রিশ হাজার একশত উনিশ কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা	৮,৩৪৪,৮৩,০০ (১.৪৭%) (আট হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ কোটি তিরাশি লক্ষ) টাকা	৪১,৪৬৪,৫৩,০০ (একচল্লিশ হাজার চারশত চৌষট্টি কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ) টাকা	৭.৩০%	১.৩১%

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ১৬.১২% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ৫৭৫৬,০১,০৯,০০০/- (পাঁচ হাজার সাতশত ছাপ্পান্ন কোটি এক লক্ষ নয় হাজার) টাকা বেশি।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট জিডিপির পরিমাণ ২৮,৮৫,৮৬২ কোটি (আটাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার আটশত বাষট্টি কোটি) টাকা।

  ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট জিডিপির পরিমাণ ৩১,৭১,৮৩২ কোটি (একত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার আটশত বত্রিশ কোটি) টাকা।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনার আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন দপ্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) এ বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল উন্মোচন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা;

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উন্মোচন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ রেহানা, বঙ্গবন্ধু-দৌহিত্রী সায়মা ওয়াজেদ, মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি, মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি ও সুধীজন

জাতীয় শিক্ষাক্রমের আলোকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি' বিষয়ক ডকুমেন্টারি তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ কর্মসূচির আলোকে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি' ডকুমেন্টারি তৈরি করে। প্রথম পর্বে তৈরিকৃত ডকুমেন্টারির মধ্যে ৫শত ১৯টি বাছাই করা হয়। এর মধ্য হতে সেরা ৩০টি ডকুমেন্টারি নির্বাচন ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হবে;

- মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনে বিভিন্ন দপ্তর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্ব স্ব উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু কর্নার, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন, বছরব্যাপী চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সভা ও সেমিনারের আয়োজন করেছে। এ ছাড়াও জার্নাল ও সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- **মুজিব বর্ষে বৃক্ষরোপন:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস সবুজায়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে এ বিভাগের আওতাধীন ৩হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২৫ লাখ গাছের চারা রোপন করা হয়েছে;
- ব্যানবেইস গ্রন্থাগারে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ছাড়াও একুশে কর্ণার স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত হয় ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) প্রতিবছর এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ২০২০ সালের ৭ই মার্চ আজিমপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি। সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন;

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এ অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন

- মুজিববর্ষে Upazila ICT Training and Resource Centre for Education (UITRCE)-এর পরিবর্তে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ডিজিটাল শিক্ষাভবন' নামকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ২০২০ সালের ৩১ আগস্ট আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। '১৫ই আগস্ট জাতির পিতার নির্মম হত্যাকান্ড : বাংলাদেশের অস্তিত্বমূলে আঘাত' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি;

- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট'-এর উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু : সমাজ ও রাষ্ট্রভাবনা' নামে সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ ও প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা গ্রন্থদ্বয় থেকে যা শিক্ষণীয়' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

- **'আমার মুজিব' নামে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় আয়োজন:** শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর দর্শন, আর্দশ ও চেতনার বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ এ শ্রদ্ধা জানাতে ষষ্ঠ থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত ৪টি পর্যায়ে একশত শব্দে সারাদেশে আমার মুজিব নামে রচনাও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সারাদেশে প্রতিটি উপজেলায়/থানা এবং জেলা পর্যায়ে লেখা ও চিত্রাঙ্কন বাছাই করে ৪০০টি লেখা এবং ১০০টি চিত্রাঙ্কন বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়েছে। সেরা প্রতিযোগিদের লেখা ও ছবির সমন্বয়ে একটি প্রকাশনা শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

- বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শন পূর্বক বিএনসিইউ ওয়েবসাইটে এবং অফিস প্রাঙ্গনে" A Tribute to the Father of The Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on his Birth Centenary" শিরোনামে KIOSK এ ডকুমেন্টারি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি:

- মানসম্পন্ন সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও এর গোপনীয়তা রক্ষায় প্রশ্নব্যাংক তৈরি করতে ইতোমধ্যে যশোর শিক্ষা বোর্ডে পাইলটিং করা হয়েছে ;
- অনলাইনে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক মনোনয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এর আলোকে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। একই সাথে উত্তরপত্র মূল্যায়নের সম্মানী অনলাইনে প্রেরণ করা হয়েছে ;
- দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে ভর্তি ও ভর্তি বাতিল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করতে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;
- নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার ফরমপূরণ ইত্যাদি অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে;
- শিক্ষা প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানে তাৎক্ষণিক পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম ও এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে রাজশাহী বিভাগে ইতোমধ্যে পাইলটিং করা হয়েছে;
- স্বল্পসময়ে সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইন সংযোগ (লিংক) তৈরি করা হয়েছে ;
- অনলাইনে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফরম পূরণ, ও ছাড়পত্র (eTC) প্রদান অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের বিস্তারিত তথ্য লিংকের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে;
- জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে;
- অনলাইনে শিক্ষার্থীদের নাম ও বয়স সংশোধনের আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় এখন উত্তোলন করা যাচ্ছে– সনদ, দ্বি-নকল, রেজিস্ট্রেশন, প্রবেশপত্র, নম্বরপত্র, নিবন্ধনপত্রসহ বিভিন্ন তথ্য;
- ই-টেন্ডার, ই-নথি পদ্ধতিতে সেবা সহজ ও মান উন্নত করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নির্বাহী কমিটি অনুমোদন, এডহক কমিটি গঠনের অনুমতি, এডহক কমিটি গঠন, ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন, গভর্নিংবডি অনুমোদন, গভর্নিংবডিতে বিদ্যোৎসাহী সদস্য মনোনয়ন, বিশেষ কমিটি অনুমোদন, বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি, পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি ও নবায়ন অনলাইনে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে;
- ৬ হাজার ২শ প্রতিষ্ঠানের সাব-ডোমেইনে ওয়েবসাইট ফ্রেমওয়ার্ক প্রদত্ত ছজ কোড স্ক্যান করে সেবা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য লিংকের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম (সোনালী সেবা) চালু করা হয়েছে;

✦ জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার দ্রুততম সময়ে পেপারলেস ফল প্রকাশ নিশ্চিত করা হয়েছে। পরীক্ষা শেষে ৬০ দিনের মধ্যে এসএসসি ও এইচএসসি এবং ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে জেএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। প্রতিটি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও ৩০ দিনের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। নিচে পরীক্ষা ও ফল প্রকাশের নির্ধারিত সময় উল্লেখ করা হলোঃ

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষা শুরু	ফল প্রকাশ	সনদ বিতরণ
জেএসসি	১ নভেম্বর	৩১ ডিসেম্বর	৯০ দিনের মধ্যে
এসএসসি	১ ফেব্রুয়ারি	৬০ দিনের মধ্যে	৯০ দিনের মধ্যে
এইচএসসি	১ এপ্রিল	৬০ দিনের মধ্যে	৯০ দিনের মধ্যে

ফল প্রকাশের পর উল্লসিত শিক্ষার্থীরা

- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য চারটি মোবাইল অ্যাপস্ চালু হয়েছে। ২০১৯ সালের ৯ অক্টোবর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মোবাইল অ্যাপসের উদ্বোধন করা হয়। এ অ্যাপগুলো হচ্ছে এনইউ স্টুডেন্টস অ্যাপ, এনইউ কলেজ অ্যাপ, এনইউ টিচার্স অ্যাপ, এনইউ ফোন ডাইরেক্টরি অ্যাপ। কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এ অ্যাপগুলোর মাধ্যমে খুব সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এর মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ২ হাজার ২শত ৬০টি কলেজের ২৯ লাখের অধিক শিক্ষার্থী, ৬০ হাজারের অধিক শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণকারীর চাহিদা এখন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে;
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সকল গবেষণা সহায়তা মঞ্জুরি আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হচ্ছে;
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের হেমিস সিস্টেমের নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Bangladesh Research and Education Network (BdREN) ডাটা সেন্টারে রিহোস্টিং এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের তথ্য সংগ্রহ করা হয়;
- সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য ১৩ হাজারের অধিক ই-জার্নাল ও ১০ হাজারের অধিক কনফারেন্স প্রসিডিংস-এর সাবস্ক্রিপশন চালু করা হয়;
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন এন্ড প্ল্যানিং ল্যাব ২০২০ সালের ১৬-২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ল্যাবে দেশের ৩৬টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৬ জন এবং ইউজিসির ১০ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৯৬ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ল্যাবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর জনাব মোঃ আবদুল হামিদ;

ইউজিসি আয়োজিত ডিজিটাল ডিজাইন সার্ভিস এন্ড প্লানিং ল্যাব-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন
মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ

- ইউজিসির উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তথ্য যোগাযোগের প্লাটফর্ম BdREN-এর আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠদানের লক্ষ্যে শিক্ষকগণকে ফ্রি জুমঅ্যাপের লিংক প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা অনলাইন সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম সম্পাদনে অটোমেশনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। ইতোমধ্যে অটোমেশন-সফটওয়্যারের পাইলটিং করা রয়েছে;

অটোমেশন সফট্ওয়্যার পাইলটিং বিষয়ক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব, জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন

- বার্ষিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ ২০১৯ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ন্যাশনাল ডাটাবেজ হালনাগাদ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যের আলোকে কবু Performance Indicator (KPI) প্রস্তুত করা হয়েছে। এ কচও এসডিজি ট্র্যাকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও UNESCO Institute of Statistics (UIS) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-এর জিআইএস ডাটাবেজ-এ নতুন ২শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং পুরোনো প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থান যাচাইপূর্বক ডাটাবেজ হালনাগাদ করা হয়েছে;
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২শত ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে Educational Institute Identification Number (EIIN) প্রদান করা হয়েছে;
- ব্যানবেইসের Digital Multimedia Centre (DMC)-এ শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার অডিও-ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। ব্যানবেইস এ সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তায় প্রদান করে আসছে;
- ব্যানবেইসের মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী Geographical Information System (GIS) ডাটাবেজ থেকে জি.আই.এস ম্যাপসহ ২শত ৫০টি রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে;

- Integrated Education Information Management System (IEIMS) প্রকল্পের আওতায় সার্ভার সেন্টার স্থাপনে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- শিক্ষা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারসমূহের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইস গ্রন্থাগারের সার্ভার-লিংক প্রদান করা হয়েছে;
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি(নায়েম)-পরিচালিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এবং ভান্ডার ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হয়েছে;
- নায়েম-এর প্রশাসনিক কার্যক্রম সহজীকরণ এবং প্রশিক্ষণার্থী বান্ধব করতে দাপ্তরিক নির্দেশনা বোর্ড, বক্তা মূল্যায়নে ডিজিটাল পদ্ধতি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক হাজিরা, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানে ইএফটিএন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে;
- ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-এর Education Management Information System (EMIS) Upgradation সফটওয়্যার ২০২০ সালের ২৬ জানুয়ারি hosting করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারে বিভিন্ন মডিউল (হিউম্যান রিসোর্স, অনলাইন এমপিও, আইএমএস, ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট, পারফরমেন্স বেইসড ম্যানেজমেন্ট, টিচার্স কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড, একাডেমিক সুপারভিশন, ম্যাসেজ কমিউনিকেশন, ডকুমেন্ট আর্কাইভিং সিস্টেম ও ই-মনিটরিং) আপগ্রেড করা হয়েছে;
- ইএমআইএস সেলের মাধ্যমে এমপিওভুক্ত ১৯ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ)-এর ৩ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন-ভাতা প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কাজ অনলাইনে সম্পন্ন হয়েছে;
- ইএমআইএস সেলের মাধ্যমে ২২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) ছাত্র, শিক্ষক, অবকাঠামো ও ভূমিসহ যাবতীয় তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইন ভিত্তিক Performance Based Management (PBM) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ইএমআইএস-এর সফটওয়ারে প্রতিষ্ঠানের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠান প্রধানের রেজিস্টার ও সহকারী শিক্ষকের ডায়েরি পূরণ, সংশোধন ও পরিমার্জন করা হচ্ছে। ইআইআইএন নম্বরের মাধ্যমে এখন ২০ হাজার ৪শত ৬৫টি বিদ্যালয়ের ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ১শত ৬৫ জন শিক্ষকের পিবিএম কার্যক্রম অনলাইনে মনিটর করা হচ্ছে;
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ১৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ১শত ৩৮টি ক্লাস করা হয়েছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে এমএমসি অ্যাপস ড্যাশবোর্ডভুক্ত শ্রেণি কার্যক্রমের আলোকে প্রতিমাসে প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ প্রস্তুত এবং এ আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- 'এস্টাবলিশমেন্ট অব ১৬০ উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) ২য় পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নির্মিতব্য ভবনের নকশা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন।

করোনাকালে গৃহীত কার্যক্রম:

- কোভিড-১৯ মহামারিতে সারাবিশ্ব থমকে গেছে। এর ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব এখনো চলমান। যে কারণে ২০২০ সালের ১৮ মার্চ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখতে সচেষ্ট রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ। এ সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি অনুভূত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে। ফলে, শিক্ষা কার্যক্রম সীমিত হলেও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি;

- ২০২০ সালের ২৯ মার্চ থেকে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর মাধমে 'আমার ঘর আমার স্কুল' শীর্ষক দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে সপ্তাহে পাঁচদিন (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার) ৩ ঘন্টা ৪০ মিনিট ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির বিষয়সমূহের পাঠদান কার্যক্রম চলমান রাখা হয়। সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত পাঠদান ইউটিউব এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও আপলোড করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে পুন:রায় এসব পাঠদান শুনতে ও দেখতে পারে;

সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'আমার ঘর আমার স্কুল' কার্যক্রম

- ২০ হাজার ৪শত ৯৯টির মধ্যে ১৫ হাজার ৬শত ৭৬টি স্কুল এবং ৪ হাজার ২শত ৩৮টির মধ্যে ৭শত কলেজে অনলাইনে পাঠদান করা হয়েছে। অনলাইন ক্লাসে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও পাঠদান পরিচালনা করা হয়েছে। একইসাথে অনলাইন পাঠদানে শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াতে এ-বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। যেসব এলাকায় সংসদ টেলিভিশন দেখার সুযোগ নেই, সেসব এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে। ৩৩৩৬ নম্বরে সরাসরি কল করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করা যাচ্ছে;
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে একাডেমিক কার্যক্রম সচল রাখতে অনলাইনে পাঠদান ও প্রশাসনিক কাজ অব্যাহত রাখা হয়। এ সম্পর্কিত একটি গাইডলাইনও প্রস্তুত করা হয়েছে। এর আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত শতবর্ষী, প্রাক-মডেল ও আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে জরুরি ভিত্তিতে ডিজিটাল স্টুডিও স্থাপন এবং অনুদান হিসেবে প্রত্যেক কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর ৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে ;
- করোনা মহামারিকালে সরকারি কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীর পিআরএল, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম, শ্রান্তি বিনোদন ছুটি, ডিটেনশন এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদির আবেদন অনলাইনে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হয়;
- করোনা সংক্রমণকালে শ্রমিক সংকট থাকায় কৃষকের প্রায় ১০ হাজার একর জমির ফসল সংগ্রহে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কৃষকদের সহযোগিতা করেছেন;
- করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সহযোগিতার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রায় ২৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

করোনা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা পরিবারের উদ্যোগ:

- এপ্রিল ২০২০ হতে দেশের ৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) কোভিড-১৯ এর নমুনা পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

- করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সহযোগিতার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে শিক্ষা পরিবারের সদস্যদের বেতন হতে ২৬,৫৪,১৪,৪৭৬/- (ছাব্বিশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ চৌদ্দ হাজার চারশত ছিয়াত্তর) এবং এনটিআরসিএ হতে ১ কোটি টাকা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে শ্রমিক সংকট থাকায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কৃষকের ১০ হাজার একর জমির বোরো ধান কেটে দিয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিতরণ করেছে।

- কোভিড-১৯ মহামারীর সময় নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীর ডাটাবেইস তৈরি করা হয়েছে এবং এ ডাটাবেইসের ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৮৪৯২ (আট হাজার চারশত বিরানব্বই) টি নন-এমপিও স্কুল-কলেজের ১,০৫,৭৮৫ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশত পঁচাশি) জন শিক্ষক-কর্মচারীকে (শিক্ষক প্রতি ৫০০০ টাকা এবং কর্মচারী প্রতি ২৫০০ টাকা) মোট ৪৬,৬৩,৩০,০০০ (ছেচল্লিশ কোটি তেষট্টি লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহায়তা তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীরা বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম সরকারি আর্থিক সহায়তার আওতায় এসেছে। কোভিড-১৯ মহামারীর বর্তমান দুঃসময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ আর্থিক সহায়তা নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীদের বিশেষ উপকারে এসেছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

- ২০১০ সাল থেকে বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বীয় মাতৃভাষায় রচিত এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল বই বিতরণ। ২০২০ সালে ১ জানুয়ারি প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরের সকল শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৫ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯৪ হাজার ১শত ৯৭ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে;

২০২০ সালের ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসবে মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান, এম.পি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি, জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০২০ সালে বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তকের তথ্য:

স্তর	শিক্ষার্থী	বিষয় সংখ্যা	বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তক
প্রাক-প্রাথমিক	৩২৭২১৮৬	২	৬৬৭৫২৭৬
প্রাথমিক	২০৪৪১৫৯৫	৩৩	৯৮৫০৫৪৮০
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণি	৯৭৫৭২	৮	২৩০১০৩
ইবতেদায়ি	৩২৬৯৭১৫	৩৬	২৩২৪৩০৩৫
দাখিল	২৬২৬৬২৫	৩৯	৩৮৫৩৭৯০৫
মাধ্যমিক (বাংলা ভার্সন)	১২৪২৬৭০০	১০১	১৮০১৮৮৬৩৯
মাধ্যমিক (ইংরেজি ভার্সন)	৮০৪০৬	১০১	১২৮৬৮৯২
কারিগরি	২৭১৮৯৩	৬১	১৬৪৬৬৩৩
এসএসসি ভোকেশনাল	২৭৩০৫০	১৯	৩৫০২৭৬৫
দাখিল ভোকেশনাল	১২২৫৫	১৭	১৬৭৯৬৫
ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক	৭৫০	১১০	৯৫০৪
মোট	৪২,৭৭২,৭৪৭		৩৫,৩৯,৯৪,১৯৭

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ২০১২-এর পরিমার্জনের জন্য চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে;
- মাধ্যমিক স্তরের ৭ম ও ৮ম শ্রেণির ১২টি পাঠ্যপুস্তকের ই-লার্নিং উপকরণের মানোন্নয়ন করা হয়েছে;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে মাধ্যমিক স্তরের সমন্বিত দক্ষতা কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে;
- ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বীয় মাতৃভাষায় ১ম ও ২য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণ করা হয়েছে;
- কারিগরি স্তরের ৬১টি পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও ডামি প্রস্তুত করা হয়েছে।

বৃত্তি, উপবৃত্তি ও প্রণোদনা

- ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমশ্রেণি পর্যন্ত দরিদ্র এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। এ ট্রাস্ট থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে স্নাতক ও সমপর্যায়ের ২ লক্ষ ৯ হাজার ৬শ ৭৪ জন শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ১শত ১১ কোটি ৪০ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর সভা

- ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ২৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪শত ৫ জন শিক্ষার্থীর (ছাত্র : ৯০৪৭৫৪ জন, ছাত্রী : ১৫৮৯৬৫১ জন) মাঝে উপবৃত্তি বাবদ ১ হাজার ২ শত ২৮ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৬০টাকা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে;

২০২০ সালের ১ মে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর আওতায় স্নাতক ও সমশ্রেণির দরিদ্র এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- 'দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা'র আলোকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমশ্রেণির ১শত ৯২ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে ১৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- 'দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা'র আলোকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৭ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন আর্থিক অনুদান হিসেবে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে;

- পিএইচডি ও এমফিল কোর্সে ফেলোশিপ এবং বৃত্তি প্রদানের নীতিমালা অনুযায়ী বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৮জন এমফিল গবেষককে মাসিক ১০ হাজার এবং ৭জন পিএইচডি গবেষককে মাসিক ১৫ হাজার টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৫টি দেশের Online Scholarship Program -এ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর/সিজিপিএ অর্জনকারী ১শ ৭২ জন শিক্ষার্থী (৮৮ জন ছাত্রী ও ৮৪ জন ছাত্র)কে 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার্থীদের মাঝে এ পদক বিতরণ করেন;

'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' বিতরণ অনুষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীর হাতে পদক তুলে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন বিভাগের অধীনে পরিচালিত কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শাখার মাধ্যমে ৫শত ৫৮টি একাডেমিক গবেষণায় ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ ৩ হাজার ৯শত ৫০ টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রদত্ত পিএইচডি ফেলোশিপ-এর পরিমাণ মাসিক ১৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা এবং পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলোশিপ ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৫০টি পিএইচডি ও ১০টি পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলোশিপ প্রদান করা হয়;
- ৪৭ জন গবেষক (এমফিল, পিএইচডি, ও পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো) কে উপাত্ত সংগ্রহ ও থিসিস বাঁধাই বাবদ ১৩ লক্ষ ১০ হাজারসহ মোট ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে;
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ১শত ৭০ জনকে ইউজিসি-মেধাবৃত্তি এবং ১ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে এককালীন ১০ হাজার ৫শত টাকা করে মোট ১৭ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫শত টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছর হতে রাজস্ব খাতভুক্ত সকল ধরনের বৃত্তির অর্থ G2P পদ্ধতিতে অনলাইনে EFT এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যাংক হিসাবে প্রেরণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর আলোকে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের এসপিএফএমএস প্রকল্পের সহায়তায় এমআইএস সফটওয়্যারে বৃত্তিযোগ্য শিক্ষার্থীদের তথ্যাদি অনলাইনে সংগ্রহ করা হয়। ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫শত ২৬ জন শিক্ষার্থীকে EFT-এর মাধ্যমে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রতি অর্থবছরে রাজস্ব খাতভুক্ত চারটি ক্যাটাগরিতে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩শত ৮৪ জন যোগ্য শিক্ষার্থীকে বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রশিক্ষণ

- সরকারি কলেজসমূহে ই-নথি কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে ২শত ২০টি সরকারি কলেজের ৬শত ৫৫ জন অধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রতিনিধি ও প্রধান সহকারীকে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- দক্ষিণ কোরিয়ার KERIS এর অর্থায়নে ঢাকার দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি ভিত্তিক স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরি করা হয়েছে;
- Adolecent Nutrition প্রোগ্রাম-এর আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের একুশ শতকের উপযোগী, বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বৃটিশ কাউন্সিলের Connecting Classroom প্রকল্পের আওতায় ২ হাজার ৭শত ৮০ জন শিক্ষককে Core Skills বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ইউনিসেফএর সহায়তায় Project Based Learning বিষয়ক ৩টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ১শত ১০ জন কর্মকর্তা ও শিক্ষককে ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের ৭শত ৬৭ জন কর্মকর্তাকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- SESIP-এর মাধ্যমে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণে ৩১ হাজার ৩৫ জন, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বিষয়ে ২৩ হাজার ৯শত ৫০ জন, ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ে ২৩ হাজার ৪শত ৬৫ জন, পিবিএম বিষয়ে ২ হাজার ৪শত ৮৪ জন, সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে ৪শত ১১ জনসহ মোট ৮১ হাজার ৩শত ৪৫ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট-গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪ হাজার শিক্ষকের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ৬শত ৯০ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে;
- মাধ্যমিক স্তরে বিএড প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। এ বছর ৩ শত ২০ জন সরকারি শিক্ষককে বিএড প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে ২০২৩ সালের মধ্যে বিএড প্রশিক্ষণ বিহীন সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে;
- ২০১৯ সালের ৮-১২ ডিসেম্বর ৫ দিনব্যাপী Test Items Development & Capacity Building Training for NASS19 বিষয়ে ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- 'আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প ২য় পর্যায়'-এর আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আইসিটি বিষয়ে ৩ হাজার ২শত ৮৬ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

আইসিটি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীগণ

- এ অর্থবছরে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ৩০ জন, প্রশিক্ষকদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে ৩ শত ২ জন, বেসিক টিচার্স ট্রেনিং-এ ১ হাজার ৮শত ৫৫ জন, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের প্রশিক্ষণে ১ হাজার ১শত ৫২ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;
- 'তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২শত ১০ জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- SESIP-এর মাধ্যমে Oracle Database License with security options for EMIS ইনস্টলেশন এবং এর ব্যবহার বিষয়ে মালয়েশিয়ার ওরাকল ইনস্টিটিউটে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও এ অর্থবছরে ৪শত ৩৪ জন শিক্ষক ও ৫০ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এ বিভিন্ন স্তর (স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ)-এর প্রশিক্ষণ কোর্সে ২ হাজার ৩শত ৬২ জন শিক্ষক-কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

১৫৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি

- প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের জন্য নায়েমের ৪টি প্রশিক্ষণকক্ষ আধুনিকায়ন ও সুসজ্জিত করা হয়েছে;
- ২০১৯ সালের ২৪-২৯ আগস্ট নায়েমে শিক্ষক কর্মকর্তাদের জন্য e-Management প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়;
- সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের কিট অ্যালাউন্স ১০ হাজারের পরিবর্তে ১৫ হাজার এবং প্রশিক্ষণভাতা ৩শত ৫০ হতে ৬শত টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট, মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য আইসিটি, মাধ্যমিক পর্যায়ের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকদের জন্য English Language Teaching (ELT) এবং গণিত বিষয়ের শিক্ষকদের জন্য 'Pedagogical Training Course on Mathematics' প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে;
- ব্যানবেইস-এ APAMS Software (APA) বিষয়ে ৪০ জন কর্মকর্তাকে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- ব্যানবেইস-এ এপিএ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ইনোভেশন, ই-নথি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৬৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ১০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- উদ্ভাবন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে ১শত ৫১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ব্যানবেইস-এ নতুন যোগদানকারী ১৬ জন কর্মচারীকে অফিস ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা ও আচরণবিধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- ব্যানবেইসের প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মডিউল পরিমার্জন করা হয়েছে। এছাড়াও ৩য় মিডিয়া সংলাপের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে Computer Hardware, Network and Troubleshooting কোর্স মডিউল এর ই-লার্নিং কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে;
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ব্যানবেইস-এর BKITCE ল্যাবে ৫ শত ৮৬ জন শিক্ষককে Basic ICT I Computer Hardware, Network and Troubleshooting বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১শত ২৫টি UITRCE কেন্দ্রে ১২ হাজার ১শত ৫২ জন শিক্ষককে Basic ICT Ges Computer Hardware, Network and Troubleshooting বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাঠদান প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ২০১৯ সালের ১৩-১৭ অক্টোবর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল : বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণ, বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণমালা শিক্ষা, শব্দ ও শব্দগঠন, বাংলা বানান, প্রমিত বাংলা উচ্চারণ (তত্ত্বীয়), বাক্য ও বাক্যগঠন, বিরাম চিহ্নের ব্যবহার, প্রমিত বাংলা উচ্চারণ (অনুশীলনসহ) এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি ৪) : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি;

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা', 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সরকারি বিধি বিধান' বিষয়ক তিনটি ব্যাচে মোট ১শত ১৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর মাধ্যমে ১৮০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ৪০ জনকে ই-জিপি, ২৫ জনকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ ২শ ৬৭ জনকে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে অটোমশেন সফ্টওয়্যার বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য ২৪ জন কর্মকর্তাকে ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- অটোমেশন সফ্টওয়্যারের মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে ১০ দিনব্যাপী ২৪ জন কর্মকর্তা ও ২১ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ১৪ জন কর্মকর্তাকে ই-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২ দিনের এবং ২০ জন কর্মকর্তা ও ২০ জন কর্মচারীকে ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;

- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ৪০টি ব্যাচে মোট ১ হাজার ৬ শত জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং অটিজম ও এনডিডি শিশুর অভিভাবককে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী ও রাঙামাটি জেলার নির্বাচিত ২ শত ৫০টি প্রতিষ্ঠানের ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর ও কিশোরীকে জেন্ডারসাম্য আচরণ, এবং ৭ শত ৫০ জন শিক্ষক ও ৩০ জন মাস্টার ট্রেইনারকে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- আইসেস্কোর আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনে ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর National workshop on ICT-based self-training and self-education for the benefit of ICT specialists in change of literacy & National training session on learning the Holy Quran for the selected adult learners শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি;
- ইউজিসি'র ১শত ৪৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বিভিন্ন ব্যাচে ডিজিটাল প্রযুক্তির সেবাসমূহ (ই-নথি, জুম অ্যাপস, গুগলমিট ইত্যাদি) এর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণা

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে 'নায়েম গবেষণা নীতিমালা ২০১৮ (পরিমার্জিত)' শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এবং এর আওতায় শিক্ষা বিষয়ক ২২টি গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়েছে;
- শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নতুন ১শত ৩৬টি গবেষণা প্রকল্প এবং ২শত ৩০টি চলমান প্রকল্পসহ (২য় বছরে চলমান ১৩৪টি এবং ৩য় বছরে চলমান ৯৬টি) মোট ৩১৬টি গবেষণা প্রকল্পের জন্য ২১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে;
- উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে ১জন শিক্ষাবিদকে রোকেয়া চেয়ার ও ৪জন শিক্ষাবিদকে ইউজিসি প্রফেসর হিসেবে সম্মানিত করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক পরিচালিত UNICEF Bangladesh এর অর্থায়নে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে ৩ জন গবেষককে Communication for Development (C4D) Research Fellowship প্রদান করা হয়েছে;

- Commonwealth Scholarship for Open Category-তে এম এস প্রোগ্রামে ৩২ জন ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ৩১ জনসহ মোট ৬৩ জন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় Commonwealth Scholarship for Staff Category-তে ১০ জনকে প্রাথমিকভাবে মনোনীত ও তাদের তালিকা Commonwealth Commission, UK-তে প্রেরণ করা হয়েছে;

- Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) and UGC Joint Research Program এর আওতায় সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা-প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত প্রস্তাবনা হতে ১৬টি প্রকল্পের মনোনয়ন JSPS-জাপানে প্রেরণ করা হয়েছে। JSPS ও ইউজিসির প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাছাই করে ২ জন গবেষকের প্রকল্প চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে;

- ২০১৯ সালের ২৯ জুলাই মালয়েশিয়ার University of Utara Malaysia (UUM), University Technology Mara (UTM) এবং ২০১৯ সালের ৩০ জুলাই University College Sedaya International (UCSI) ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মধ্যে উচ্চশিক্ষা, একাডেমিক সহযোগিতা, যৌথ গবেষণা, রিসোর্স শেয়ারিংসহ পিএইচডি প্রোগ্রামে বৃত্তি বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রকাশনা

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে ইউজিসি বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রদান ও বঙ্গবন্ধুর ওপর দুটি গ্রন্থ (বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়) প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বছরব্যাপী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান ভিত্তিক তথ্যাদির '৪৫তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮' মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর জনাব মোঃ আবদুল হামিদ-এর নিকট ২০১৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর পেশ করা হয়েছে;

'৪৫তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮' গ্রহণ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর জনাব মোঃ আবদুল হামিদ

- ২০১৯ সালে 'ঢাকা অঞ্চলের উপভাষা : রূপবৈচিত্র্য অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালার প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, ত্রৈমাসিক মাতৃভাষা বার্তা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ভাষণ (১০ই জানুয়ারি ১৯৭২)-এর ব্রেইল ভার্সন প্রকাশিত হয়েছে। ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ভাষণ (১০ই জানুয়ারি ১৯৭২)-এর ইশারা ভাষায় অডিও-ভিজ্যুয়াল, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় লিপ্যন্তর

(আইপিএ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মরণিকা ২০২০, বাংলাদেশের ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার তথ্যচিত্র প্রকাশিত হয়েছে;

- বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাতথ্যের উপাত্তভিত্তিক ২শ ৫০টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে;
- ১শ ৪৫টি ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুলে (পোস্ট প্রাইমারি) জরিপ ২০১৯ সম্পন্ন ও বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে (১) Bangladesh Education Statistics 2019 (২) Pocket Book on Bangladesh Education Statistics 2019 (৩) A Study on Dropout Issues of Secondary Educational Institutions (School & Madrasa) in the Hard-to-reach areas of Bangladesh (৪) Study on Madrasah Education (Secondary Level) in Bangladesh : Prospects and Challanges (৫) Study on Management of Secondary Schools in Bangladesh (৬) Study on TVET in Secondary Education of Bangladesh (৭) Study on Teacher Education in Bangladesh (৮) টেলিফোন নির্দেশিকা ২০২০ (৯) Time Series 1970-2019 (১০) District Report 2019 (১১) Report on Advanced Research, Volume 2 (১২) Report on Advanced Research, Volume 3 (১৩) Bangladesh Education Statistics at a Glance. (১৪) ব্যানবেইস পরিচিতি (১৫) National Indicator Framework (NIF) (১৬) Pocket Book of National Indicator Framework (NIF) (১৭) তিনটি পার্বত্য জেলায় বিদ্যমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবাসিক ভবন নির্মাণ ও নতুন আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে;
- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন এবং ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের যৌথ উদ্যোগে Global Education Monitoring Report ২০১৯ প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৯ সালের ১০ অক্টোবর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে এর মোড়ক উন্মোচন ও বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মুহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি;
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নায়েম গবেষণা জার্নালের ২টি সংখ্যা এবং ৪টি নিউজ লেটার প্রকাশিত হয়েছে;
- ব্যানবেইসের নিজস্ব প্রকাশনাসহ ২০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার পিডিএফ ভার্সন ব্যানবেইস ওয়েব সাইটের ই-বুক সেন্টারে আপলোড ও ওয়েবে প্রকাশের উপযোগী করা হয়েছে। বর্তমানে এ সংখ্যা প্রায় ৫শত;
- ১০টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত (অনলাইন ভার্সন) শিক্ষা সংক্রান্ত ৮ হাজার ৬ শত ৫২টি সংবাদ এর পিডিএফ, ব্যানবেইস ওয়েব সাইটের ই-নিউজ ক্লিপিংসে আপলোড করা হয়েছে। বর্তমানে এ সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ।

প্রকল্পের তথ্য

০১. গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৮৮টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ৭৬৯৭.৬৫ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৬২১৯.৮০ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৮০.৮০%) অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের উন্নয়ন বরাদ্দের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮০.৮০%, যা জাতীয় অগ্রগতি ৮০.৪৫% অপেক্ষা ০.৩৫% বেশি। উক্ত ৮৮টি প্রকল্পের মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ৮৩টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৫টি। সংস্থা ভিত্তিক বিশ্লেষণে বলা যায় মোট ৮৮টি প্রকল্পের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৪টি, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১৫টি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ৫৩টি, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর ২টি, বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৩টি এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর ১টি। প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৪টি প্রকল্প গবেষণাধর্মী এবং অবশিষ্ট ৮৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, বই পুস্তক সরবরাহ, আসবাবপত্র সরবরাহ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ, গবেষণাগারের উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সংস্থাওয়ারী সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	ব্যয় (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	১৯২৩.৩৪	১২২৫.৬০	৬৪%
০২	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩৫৮৪.৬৩	৩৪৩১.৮০	৯৬%
০৩	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	১৮৪২.৯৬	১৫৩০.৭১	৮৩%
০৪	বাংলাদেশ স্কাউটস	১৩.০০	১১.৭৮	৯১%
০৫	বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো	৩৩৩৬.৩৫	১৯.৫৬	৬%
০৬	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)	০.৩৭	০.৩৫	৯৫%
০৭	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	১.১৭	১.১৭	১০০%

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) অনুমোদনের পর সারাবিশ্বে নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারকে স্বাস্থ্যখাতসহ অন্যান্য অগ্রাধিকার খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করতে হয়। সে প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহকে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন অগ্রাধিকার এই ৩টি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে নিম্ন অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় বন্ধ করে দেয়। ফলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আরএডিপি'র জিওবি বরাদ্দের ১৬% অর্থের ছাড় বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ দাড়ায় ৬৪৬৫.৭২ কোটি টাকা। এই ব্যয়যোগ্য বরাদ্দের বিপরীতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অগ্রগতি ৯৬.২০%।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) অনুমোদনের পর সারা বিশ্বে নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারকে স্বাস্থ্যখাতসহ অন্যান্য অগ্রাধিকার খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করতে হয়। সে প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহকে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন অগ্রাধিকার এই ৩টি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে নিম্ন অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় বন্ধ করে দেয়। ফলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আরএডিপি'র জিওবি বরাদ্দের ১৬% অর্থের ছাড় বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ দাঁড়ায় ৬৪৬৫.৭২ কোটি টাকা। এই ব্যয় যোগ্য বরাদ্দের বিপরীতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অগ্রগতি ৯৬.২০%।

০২. Non-ADP বরাদ্দ হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন Secondary Education Development Program বিপরীতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৪৫০.৬৯ কোটি টাকা এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ১টি কর্মসূচির জন্য ১.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

০৩. গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৮টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত ৮টি প্রকল্পের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ৩টি, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ৩টি প্রকল্প রয়েছে, তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্র. নং	সংস্থা	প্রকল্পের নাম
১	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	(১) হাওর এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন
		(২) সিলেট, সুনামগঞ্জ জেলার ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন
২	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	(১) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন
		(২) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন
		(৩) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
		(৪) কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন

অপর দিকে, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নতুন ৬টি প্রকল্প মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। তন্মধ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ৪টি। তালিকা নিম্নরূপ:

ক্র. নং	দপ্তরের নাম	প্রকল্পের নাম
০১	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	(১) সিলেট বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন
		(২) মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)
		(৩) উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)
০২	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	(১) নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ
		(২) কুমিল্লা জেলার লালমাই ডিগ্রী কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন
০৩	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	(১) সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন, ১ম পর্যায় (২য় সংশোধিত)
		(২) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়)
		(৩) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীন উন্নয়ন অনুষদের ভৌত ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টি

০৪. সেকেনআরি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (SEDP) এর আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত ডিএলআই (Disbursement Linked Indicator) এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের ট্রেজারি হিসাবে Consolidated Account এ ২৩০.৩৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার জমা হয়েছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- 'শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট-গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পে সরকারি পোস্ট-গ্রাজুয়েট কলেজে ৩০টি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৩টি নতুন ভবনে এবং প্রকল্পভুক্ত ৩০টি কলেজে নির্মিত হোস্টেল ভবনে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে;

- 'তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫শত নির্বাচিত বেসরকারি কলেজে একাডেমিক ভবন নির্মিত হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২শত ৯ টিসহ মোট ১ হাজার ২শত ১৮ টি কলেজে ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২শত ৮২টি কলেজের ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। এ প্রকল্পের আওতায় ১শত ৬৫টি কলেজসহ মোট ৯শত ৯০টি কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে;

- 'সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে ৯৫টির মধ্যে ৯০টির দরপত্র অনুমোদন, ৮৯টির কার্যাদেশ ও কাঠামো নকশা হস্তান্তর এবং ৬২টি ভবনের কাজ চলমান। এছাড়াও ১৮টি ছাত্রাবাস, ২৯টি ছাত্রী নিবাস নির্মাণ কাজ চলমান আছে;
- 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নতুন ৩ শত ২০টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে ৭৮টি ভবনের কাজ শুরু হয়েছে এবং কাজের অগ্রগতি ২৫ শতাংশ। এছাড়াও এর আওতায় আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে ৫তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- 'ঢাকা মহানগরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাঠামো নির্মাণে জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে;
- 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' এর আওতায় ১শত প্রতিষ্ঠানে নতুন শ্রেণি কক্ষ নির্মিত হয়েছে;
- ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ৩৬টি প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কাজ শতভাগ এবং অবশিষ্ট ৩৪টির ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে;
- '১শতটি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯৫টির নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে;
- ৬শত ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ১শত ৪৬টি প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি শতভাগ;
- ৫তলা বিশিষ্ট বান্দরবান জেলা শিক্ষা অফিস ভবনের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৮৫শতাংশ;
- ৪৬টি জেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ৪১টি অফিস ভবন হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি ৫টির কাজের অগ্রগতি ৮৫ শতাংশ;
- ২৫টি মেট্রোপলিটন এলাকার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় খুলনার ২টি ও ঢাকার ২টি থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস-এর নির্মাণ কাজ চলমান;
- ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৯টি (রংপুর বিভাগ: ২টি, রাজশাহী বিভাগ: ২টি, চট্টগ্রাম বিভাগ: ২টি, ময়মনসিংহ: ১টি, জয়পুরহাট: ১টি ও শ্রীমঙ্গল চা বাগান: ১টি) এলাকায় জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে;

- সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে নবনির্মিত ৭টি সরকারি বিদ্যালয়ে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে;

- নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১১-জুন ২০২০)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩শত ১৫ লক্ষ টাকা। এর আওতায় পানি সরবরাহ, বিদ্যুতায়নসহ গ্রাম ও শহরে ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা একাডেমিক ভবন এবং বিভাগীয় শহরে ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩ থেকে ৫টি শ্রেণি কক্ষ সম্প্রসারণসহ আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ১ হাজার ৯শত ৮৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা;

ঘোষপুর উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর

- খুলনা বিভাগের পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন প্রকল্প (মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০২১)-এর প্রাক্কলিত ব্যয় : ১শত ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা প্রশাসনিক ভবন, ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা একাডেমিক ভবন, ২শত আসন বিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস, ২শত আসন বিশিষ্ট ছাত্রাবাস, শিক্ষক ও স্টাফ ডরমেটরি, অধ্যক্ষের বাসভবন, ফার্মহাউজ নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ২২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৩০ শতাংশ;

- 'সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১৪- জুন ২০২১)-এর প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩শত ৮৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ৩২টি জোনাল অফিস, ১৩তলা ভিত বিশিষ্ট ১৩তলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান। এর মধ্যে ৪টি জোনাল অফিসের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ। ১২টি জোনাল কার্যালয়ের বাস্তব অগ্রগতি ৭৬-৯৯ শতাংশ; ২টি জোনাল কার্যালয়ের বাস্তব অগ্রগতি ৫১-৭৫ শতাংশ; ২টি জোনাল কার্যালয়ের বাস্তব অগ্রগতি ২৬-৫০শতাংশ; ৩টি জোনাল কার্যালয়ের বাস্তব অগ্রগতি ১০-৫০ শতাংশ; এবং প্রধান কার্যালয় নির্মাণের বাস্তব অগ্রগতি ১২ শতাংশ। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ৯২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৫৫ শতাংশ;

জেলা কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ

- কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার 'মালিগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১৫- জুন ২০২১)-এর প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। এর আওতায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন নির্মাণকাজ চলমান আছে। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ৩ কোটি টাকা। ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৩০ শতাংশ;

- 'কুমিল্লা জেলার লালমাই ডিগ্রি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প (মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১)-এর প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা মাল্টিপারপাস ভবন, ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৩তলা একাডেমিক ভবন, ৭৫ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস, ৫০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রাবাস এবং অধ্যক্ষের বাসভবন নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ১৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি শতভাগ;

নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, লালমাই ডিগ্রি কলেজ, কুমিল্লা

- 'সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প (মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২০) এর প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। এর আওতায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ৩টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৫৫ শতাংশ;
- 'মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ এর অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ : নভেম্বর ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২০)-এর প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ২টি একাডেমিক ভবন, ১শত ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ১টি ছাত্রাবাস এবং ১শত ৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি ছাত্রী নিবাস নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ১৪ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তব গড় অগ্রগতি ৬৫ শতাংশ;

- 'বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফ পাবলিক কলেজ, বিজিবি হেড কোয়ার্টার, ঢাকা, অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৯) এর প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। এর আওতায় ১০তলা ভিত বিশিষ্ট ১০তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তব গড় অগ্রগতি ১০ শতাংশ ;
- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ' প্রকল্প (মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০)-এর প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫ হাজার ২৩৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। ইতোপূর্বে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২, ৩, ৪, ও ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ভবন নির্মিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ভিত-এর ওপর ভিত্তি করে ৩ হাজার ২শত ৫০টি প্রতিষ্ঠানে নির্মিত ভবনসমূহের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ হয়েছে, এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ভবনসমূহে পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ এবং বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থাসহ বৈদ্যুতিক কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক টয়লেট ব্লক, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী অভিগম্য টয়লেট এবং র‍্যাম্প নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ৪শত ৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ প্রকল্পের শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৯শত ৯৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭৬-৯৯ শতাংশ, ৬শত ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫১-৭৫ শতাংশ, ৩শত ৩০টি প্রতিষ্ঠানে ২৬-৫০ শতাংশ এবং ১শত ৩৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজের অগ্রগতি ১.২৫ শতাংশ। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ১ হাজার ৮শত ২০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা;

নবনির্মিত ভবন, চেহেলগাজি বিদ্যানিকেতন, দিনাজপুর

- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন' প্রকল্প (মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮- ২০২৩) এর প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০ হাজার ৬শ ৪৯ কোটি ৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪তলা ভিত বিশিষ্ট, শহরাঞ্চলে ৬তলা ভিত বিশিষ্ট এবং হাওর ও উপকূলীয় এলাকায় ৫ তলা ভিতবিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। আসবাবপত্র, পয়ঃনিষ্কাশন, পানি সরবরাহ, বজ্র নিরোধক ব্যবস্থা ও বৈদ্যুতিক কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও আলাদা টয়লেট ব্লক, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক টয়লেট ও র‍্যাম্প নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ২০টি ভবনের নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ৪৬ শতাংশ এবং ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২ হাজার ৪শ ৬৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা;

একাডেমিক ভবন, কুপতলা উচ্চবিদ্যালয়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া

- 'গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলায় তিনটি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০)-এর প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। এর আওতায় ২টি ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা একাডেমিক ভবন, ২ শত ৫০ আসন বিশিষ্ট ১টি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৫ লক্ষ টাকা এবং গড় অগ্রগতি ২৫ শতাংশ;
- 'মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল, খুলনা-এর অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প (মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২১)-এর প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। এর আওতায় ৪৭৬ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস, ৮তলা ভিত বিশিষ্ট ৮তলা টিচার্স কোয়ার্টার নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ১০ শতাংশ;
- 'নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ফেনী জেলার দুটি সরকারি ও একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প (মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০)-এর প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫০ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পে ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা মাল্টিপারপাস ভবন, বিদ্যমান ভবনের আনুভূমিক ও ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ২টি ভবনের মেরামত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা, এবং গড় অগ্রগতি ৪০ শতাংশ;

- 'শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ ও শেরেবাংলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সুত্রাপুর, ঢাকা-এর অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)-এর প্রাক্কলিত : ব্যয় ৭১ কোটি ১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৬তলা একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন, ১০তলা ভিত বিশিষ্ট ১০তলা একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন, ১শত বিছানা বিশিষ্ট হোস্টেল এবং ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা শিক্ষক ডরমেটরি নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ১০ শতাংশ;

- 'নির্বাচিত ৯টি সরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প (মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২১)-এর প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬শত ২৯ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পে ৯টি একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন, ৫টি ছাত্রাবাস, ৩টি ছাত্রী নিবাস, ৬টি ডরমেটরি (পুরুষ), ৬টি ডরমেটরি (মহিলা), ক্যাফেটরিয়া, জিমনেসিয়াম, অডিটরিয়াম, লাইব্রেরি, অধ্যক্ষের বাসভবন, মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ১০ শতাংশ;

- 'ঢাকা, মাদারীপুর ও রংপুর জেলার ৩টি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প (মেয়াদ : ডিসেম্বর ২০১৯- জুন ২০২২)-এর প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮৮ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পে ৩টি একাডেমিক ভবন, ২টি ছাত্রী নিবাস, ১টি শিক্ষক ডরমেটরি, ১টি বিজ্ঞানভবন, এবং ১টি অধ্যক্ষের বাসভবন নির্মাণ করা হচ্ছে;

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর বিশিষ্ট শহীদ বুদ্ধিজীবী হোস্টেল ৮ থেকে ১২ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

- এসডিজি-৪ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বই বিতরণ ইত্যাদি চলমান কার্যক্রমের সাথে নারী ক্ষমতায়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের ক্ষেত্র পরিসর লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০অর্থ বছরে প্রথমবারের মত মেয়েদের ঋতুস্রাব কালীন ব্যবস্থাপনার জন্য পুনঃ ব্যবহারযোগ্য স্যানিটারি প্যাড ও ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক স্যানিটেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

- সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (SEDP) এর আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত ডিএলআই (Disbursement Linked Indicator) এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের ট্রেজারি হিসাবে Consolidated Account এ ২৩০.৩৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার জমা হয়েছে।

নায়েম-এর বিশিষ্ট শহীদ বুদ্ধিজীবী হোস্টেল

শিক্ষায় উদ্ভাবন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, ও অগ্রগতির মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নায়েমে ৪০টি ইনোভেশন ইন এডুকেশন আইডিয়ার শোকেইসিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও ১৭টি উদ্ভাবনী ধারণা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত হয়েছে;
- করোনা মহামারির মধ্যেও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৪৪টি কর্মসম্পাদন সূচকের মধ্যে ৩৪টি সূচকের শতভাগ অর্জিত হয়েছে;
- 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭'-এর আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে কর্মরত ১জন কর্মকর্তা, ১জন কর্মচারী এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার মধ্য হতে ১ জন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। ২০২০ সালের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ইউনেস্কোর থিম ছিল, "Languages without Borders" মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার। এ অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে ইউনেস্কো প্রতিনিধি ও ঢাকা কার্যালয়ের প্রধান মিজ বিয়াট্রিস কালদুন;

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষা শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষাভাষী শিশুরা তাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তাদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় লেখা কৃতজ্ঞতা-স্মারক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়;
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় (চাকমা, গারো, সাদরি, মারমা ও ককবরক) অনুবাদ করা হয়। ২০২০ সালের ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি সেসব ভাষার লিখন বিধিতে প্রকাশনা সংক্রান্ত ভ্যালিডেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দ এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন;
- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২০২০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। Multilingual Education and Sustainable Development শীর্ষক এই সেমিনারে ৫টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে What and How Multilangual Education: The South Indian Context বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার, Mother Tongue Based Multilingual Education (MTB-MLE) for Sustainable Development: Planning and Ensuring Linguistics Rights within MTB-MLE in Bangladesh বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাশরুর ইমতিয়াজ, এবং Exploring Avenues of Bangla Language Technolog বিষয়ে কলকাতা সোসাইটি ফর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনোলজি রিচার্স (এসএনএলটিআর) এর গবেষক রাজীব চক্রবর্তী প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন;

আন্তর্জাতিক সেমিনারের প্রথম অধিবেশনের প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব, জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন

দ্বিতীয় অধিবেশনে ভারতের বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও লোকরত্ন ফোকলোর ফাউন্ডেশনের চিফ এডিটর ড. মহেন্দ্র কুমার মিশ্র Practice and Outcome of Multilingual Education and Sustainable Development in India শিরোনামে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নায়রা খান Computational Approach to Language Documentation in Bangladesh শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দের উপস্থিতিতে উল্লিখিত সেমিনারে দেশ-বিদেশের ভাষাবিদ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন;

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থার কর্মকর্তাদের উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের ১দিনের, এবং ৬০জন কর্মকর্তাকে নিয়ে ২দিনে ২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- Dague Metropolitan office of Education এর আর্থিক সহায়তায় Teacher Capacity Building Workshop on Software Education শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;
- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর অর্থায়নে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জেলা পর্যায়ে 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক ৪টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
- ইউনিসেফ-এর সহায়তায় Project Based Learning বিষয়ক ৩টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
- ২০১৯ সালের ১৫মে NASS ১৯-এর ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্তকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩৮জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও ২০১৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর Orientation workshop for piloting test administration of NASS ১৯ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৬ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন;
- ২০১৯ সালের ৫-৭ ডিসেম্বর ও ৮-১২ ডিসেম্বর Planning & designing of test items বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় যথাক্রমে ৫৩ ও ৬০ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন;
- ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর Training at upazila level of test administration of piloting test administration কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪৫জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন;
- ২০২০ সালের ৪-৫ জানুয়ারি Piloting test script evaluation শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন;
- ২০২০ সালের ১২-১৬ জানুয়ারি Test items review & finalization for operational of NASS 19 শীর্ষক কর্মশালায় ৩০জন অংশগ্রহণ করেন;
- ২০২০ সালের ১৯ জানুয়ারি National assessment of secondary students, NASS 19 এর জরিপ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১শত ৫৫ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন;
- ২০২০ সালের ১০-১২ মার্চ SPSS software and psychometric analysis কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ১৪ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা;

- সেসিপ-এর আওতায় ৩৬টি সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এ সব কর্মশালায় ১ হাজার ৭শত ৩৫ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন;
- অ্যাপস-এর মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ২৯ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা;
- সারাদেশে দিনব্যাপী অটিজম-এনডিডি বিষয়ে সচেতনতামূলক ওরিয়েন্টেশন-কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ সব কর্মশালায় ৩৯টি উপজেলায় ৩ হাজার ৯শত জন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, অটিস্টিক ও এনডিডি-শিশুর অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন;

অটিজম-এনডিডি বিষয়ক কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

- ২০২০ সালের ২৫ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন আয়োজিত ইউনেস্কো ঘোষিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস ২০২০ পালিত হয়। এতে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব, জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন;

আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস ২০২০ এ শিক্ষার্থীদের সাথে মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব, জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলন ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য ৪১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, এবং ১শত ২৬ জন শিক্ষককে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ৪৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে;
- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন এবং ইউনেস্কো ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে ২০১৯ সালের ৪ নভেম্বর জাপানি পদ্ধতিতে তাজা ফুল সাজানো ইকেবেনা প্রতিযোগিতা ২০১৯ এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি।

আইন, বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

- শিক্ষা আইন-২০২০ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন-২০২০ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সঠিকভাবে নিরূপণ ও যাচাই বাছাই করে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদোন্নয়নের ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণের খসড়া নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে;
- পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা প্রবিধানমালা, ২০০৯ এর সংশোধিত প্রস্তাব চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে;
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করতে ৩৭টি সরকারি এবং ৬২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে Institutional Qualitz Assurance Cell (IQAC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর আলোকে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে IQAC প্রতিষ্ঠা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন-২০১০ সংশোধন করা হয়েছে। ইউনেস্কোর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ড পুনঃগঠনের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন-২০১০ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০১৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সংশোধিত আইনের গেজেট প্রকাশিত হয়;

- মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে অনন্য সাধারণ অবদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পদক প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৯ সালের ২৪ জুন 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পদক নীতিমালা-২০১৯' অনুমোদিত হয়। এ নীতিমালার আওতায় প্রতি দুই বছরে জাতীয় ক্ষেত্রে দুটি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুটি পদক দেওয়া হবে। পদকের মূল্যমান ধরা হয়েছে জাতীয় ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ টাকা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ৫ হাজার ডলার। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষা সংরক্ষণ, পুনঃরুজ্জীবন, বিকাশ, চর্চা, প্রচার ও প্রসারের জন্য এ পুরস্কার দেয়া হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালকের নেতৃত্বে একটি বাছাই কমিটি থাকবে। মনোনয়ন কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী;

- ইউজিসি কর্তৃক প্রণীত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত Strategic Plan for Higher Education in Bangladesh: 2018-2030 (SPHE) শীর্ষক কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। ২০১৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে SPHE -এর ৪১টি অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৪১টি অ্যাকশন প্লান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও প্রস্তাবিত Residential Pedagogical Academy-এর পরিবর্তে University Teachers Training Academy (UTTA) প্রতিষ্ঠা, Central Research Laborator, স্থাপন ও National Research Council গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ভৌত সমীক্ষা (Feasibility Study) প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে Bangladesh Accreditation Council প্রতিষ্ঠাসহ এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে;

- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য যুগোপযোগী ও গুণগত পাঠক্রম প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে Outcome Based Education (OBE) Curriculum Template প্রণয়ন করা হয়েছে। OBE Template কমিশনের অনুমোদনের পর তা অনুসরণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, তা তদারকি করা হচ্ছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য উক্ত Template ইউজিসির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে;

- The National Qualifications Framework of Bangladesh for Higher Education (NQFBHE) প্রণীত হয়েছে। ইউজিসি প্রণীত The National Qualifications Framework of Bangladesh for Higher Education (NQFBHE) এর খসড়া অনুমোদনের জন্য ২০১৯ সালের ২৩ অক্টোবর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিমক, বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ৪জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত NQFBHE এর খসড়া অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- SESIP-এর আওতায় EMIS Capacity development plan; National evaluation and assessment centre (NEAC) act (draft); Secondary education annual sector performance report (SE-ASPR) 2018; Secondary education institution construction guideline policy (SEICGP) draft ; Secondary teacher development policy (STDP) প্রণীত হয়েছে।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা (সংশোধন)-২০২০ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- সরকারি কলেজের শিক্ষক বদলি/পদায়ন নীতিমালা-২০২০ জারি করা হয়েছে;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি প্রবিধানমালা (সংশোধন)-২০২০ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসি) এর সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে;
- চার্চ-সংস্থা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২০ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২০ সংশোধন ও পরিমার্জন করে খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- ২০০০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিও নীতিমালা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে;

- বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন এবং ফেলোশিপ প্রদান নীতিমালা-২০২০ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২০ এর খসড়া প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- বেসরকারি স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা (সংশোধিত) ১৩ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে জারি করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার জন্য ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম শ্রেণি হতে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত লটারির মাধ্যমে ভর্তিও নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা-১৯৯১ সংশোধন পূর্বক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ আইন-২০২০, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০২০, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০২০, সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০২০ জাতীয় সংসদে পাস করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর আইন-২০২০ এবং কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০২০ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- মাইক্রোল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ১৬ জুন ২০২০ তারিখে স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং আরটিএম আল-কবির টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য

- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৪শত ৭৪ জন শিক্ষার্থীর বিদেশি ডিগ্রিকে বাংলাদেশি ডিগ্রির সাথে সমতায়ন করা হয়েছে;
- কিশোর-কিশোরীদের মাঝে বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে 'শাহানা' অ্যানিমেশন (পর্ব ১-৬) পাঠপরিকল্পনা ও নির্দেশনা প্রস্তুত করা হয়েছে। সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি ও কিশোর বাতায়ন ওয়েবসাইটে 'শাহানা' অ্যানিমেশন-এর সকল পর্ব দেখা যাচ্ছে। এ পদক্ষেপের অংশ 'শাহানা' অ্যানিমেশন-এর ২২ হাজার ৫শ কপি সিডি তৈরি করা হয়েছে। জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্প পর্যায় ২-এর আওতায় উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। কলাবাগান লেকসার্কাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০২০ সালের ১১ জানুয়ারি মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি শাহানা কার্টুন ব্যবহার বিষয়ক অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন;

শাহানা কার্টুন উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি

- মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানমালার চতুর্থ দিন (২৪ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। ইউনেস্কো-ও এএসপি-নেটভুক্ত স্কুলসহ বিভিন্ন স্কুল, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাসসমূহের ১শ ৭৫ জন শিশু এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে;

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী

- শ্রীলংকার সাবেক শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ড. মোহনলাল গ্রেরো ও তাঁর স্ত্রী মিসেস কুমারী গ্রেরো ২০২০ সালের ২৮ জানুয়ারি নায়েম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ড. মোহনলাল গ্রেরো নায়েম অনুষদ ও প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মত বিনিময় করেন;

নায়েমে অনুষদ সদস্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করছেন
শ্রীলংকার সাবেক শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ড. মোহনলাল গ্রেরো

- ২০১৯ সালের জুলাই মাসে ISESCO Prize for Open Digital Educational Resources Second Edition এর জন্য জাগো ফাউন্ডেশনকে মনোনীত ও এর নাম আয়োজক সংস্থার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে UNESCO Peoples' Republic of China (The Great Wall) Co Sponsored Fellowships Programme ২০১৯-২০২০ এর জন্য ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী জনাব ওবায়দুর চৌধুরীকে আয়োজক সংস্থা চূড়ান্তভাবে মনোনীত করেছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উদ্ভাবিত অটোমেশন সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রতিটি মামলার ধরন, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মামলা, বছরভিত্তিক মামলা নিষ্পত্তি, চলমান মামলা, আপিল মামলা ইত্যাদি হালনাগাদকরণসহ অটোমেশন সফটওয়্যার ২৮/০৫/২০২০ তারিখে শোকেজিং করা হয়েছে এবং ১৮টি প্রতিষ্ঠানে পাইলটিং করা হয়েছে। উক্ত ওয়েববেইজ ডাটাবেইজ থেকে প্রতিটি মামলার ধরন, প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক মামলা, বছর ভিত্তিক মামলা, নিষ্পত্তিকৃত ও অনিষ্পত্তিকৃত মামলা তথ্যসহ সকল মামলার হালনাগাদ অবস্থা জানা যাবে, ফলে মামলার পরিচালনা ও তদারকি সহজতর হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বিপুল সংখ্যক মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ০২ (দুই) জন বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- সারাদেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশাল সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদি সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় প্রদানের লক্ষ্যে ইএফটি এর মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি প্রদানের সফটওয়্যার তৈরিসহ ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।